اَلْبُرْهَانُ
আল্-বোরহান
(কালো টুপির তাৎপর্য)

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (মা.জি.আ.)

প্রকাশনায়

আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া আজিজিয়া, বাংলাদেশ।

(কালো টুপির তাৎপর্য)

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (মা.জি.আ.)

সার্বিক তত্ত্বাবধান

শাহজাদা আল্লামা আবুল ফরাহ্ মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন

অধ্যক্ষ- ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসা

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মন্নান (এম.এম.এম.এফ)

সাবেক মুহাদ্দিছ- ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

সংস্করণ

এম.এম. মহিউদ্দীন

নির্বাহী সম্পাদক- মাসিক আল-মুবীন

স্বত্ব : (লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ- ১লা জুলাই ১৯৮৪ ইংরেজি

২য় প্রকাশ- ১লা জুলাই ২০০৮ ইংরেজি

৩য় প্রকাশ- ১লা জুন ২০১৭ ইংরেজি

অর্থায়ন

আলহাজ্ব জহুর আহমদ

এর পক্ষে ছেলে

মোহাম্মদ আলমগীর সওদাগর (বি.এ)

মোজাফ্‌ফর পুর, মেখল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	গ্রন্থকারের কথা	০৪
২	কালো টুপি পরিধানের বর্ণনা	১০
৩	ইমামুল মোছলেমীন হযরত আবু হানিফা (রহ.) কালো টুপি পরিধানের বর্ণনা	১৩
৪	কেয়ামত পূর্ববর্তী সময়ে জ্ঞান হ্রাস ও মূর্খতা এবং ফেৎনা ফ্যাসাদ-বৃদ্ধি হওয়ার বর্ণনা	১৫
৫	আরবদেশ সমূহে মাথার উপর রুমাল ঝুলিয়ে এর উপর একাল ব্যবহারের বর্ণনা	১৭
৬	কালো রঙের বিশেষ মর্যাদা	১৭
৭	কালো বর্ণ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের অন্যতম নিদর্শন	১৮
৮	হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পাগড়ি পরিধানের বর্ণনা	২২
৯	হযরত জিব্রাঈল (আ.) ও ছাহাবায়ে কেরামগণ কালো পাগড়ি ব্যবহার করেছেন	২৩
১০	কালো রঙের পাগড়ি ও টুপি পরিধান জায়েজ ও বৈধ। তা বাতিলপন্থীদের কিংবা ইঁদুরের বিষ্ঠার সাথে তুলনা করা শরীয়ত নিয়ে ঠাট্টা করার শামিল	২৬
১১	কয়জন স্বনামধন্য ব্যক্তি কালো টুপি ব্যবহারের বর্ণনা	৩০
১২	জালি টুপি ব্যবহার কোন ধরণের সুন্নাত?	৩২

بسم الله الرحمن الرحيم

গ্রন্থকারের কথা

الحمد لله رب العلمين بديع السموات والارضين الذى هو جعل السواد بؤبو انسان العيون وغشاء الكعبة المشرفة ونقوش القرآن زين رؤس الانسان بالشعر السود وألصلواة والسلام على سيد الاسود والابيض والاحمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم وعلى واله واصحابه الكبار والصغار أجمعين .

আমার এ সংক্ষিপ্ত 'রেছালাহ্' বা পুস্তিকাটা আমি সেই ওলামায়ে দ্বীন, ফকীহগণ ও মুহাদ্দেসীনে কেরাম, যাঁদের মসির নিচের কালি আল্লাহ্র রাস্তায় আত্মোৎসর্গকারী শহীদানের রক্তের মর্যাদা রাখে, বিশেষত আমাদের মহামান্য শিরোমণি, আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জমা'তের ইমাম হযরত গাজী শাহ্ সৈয়দ আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা (কুদ্দেছা ছির্রুহু) এর পবিত্র দরবারে উৎসর্গ করে ধন্য হতে চাই।

প্রিয় পাঠক ভাইদের নিকট আবেদন হলো–এ পুস্তিকাখানায় যদি কোথাও কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়ে তবে অনুগ্রহপূর্বক এ অধমকে অবগত করে সুখী করবেন। আল্লাহপাক এ ছোট্ট পুস্তকখানাকে সাধারণভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে উপকারী হবার মর্যাদা দান করুন। আমীন

জ্ঞাতব্য যে, আলোচ্য বিষয়ে কিছু লেখা নগন্যের মোটেই উদ্দেশ্য ছিলনা। কিন্তু কোন কোন আলেমের কালো টুপি ও কালো পোশাক সম্পর্কে নানা ধরণের বিরূপ মন্তব্য, তিরস্কার, অপবাদ ও অমূলক কথাবার্তা এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ছত্র লেখতে আমাকে বাধ্য করেছে। বস্তুত এ ধরণের পুস্তক-পুস্তিকা লেখে স্বনামধন্য রচয়িতা হবার কিংবা পুস্তক বিক্রেতার পেশা অবলম্বন করার অভিলাষ আমার মোটেই নেই। কারণ, পুস্তক রচনার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করার যোগ্যতা বা জ্ঞান এবং অবকাশ ও নগণ্যের নেই।

তবুও আল্লাহর উপর নির্ভর করে দু'চারটা ছত্র পাঠক ভাইদের সামনে উপস্থাপন করার মনস্থ করেছি। এতে আবার কারো বিরূপ সমালোচনার

ভীতিও আমার নেই। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِم

অর্থাৎ- তাঁরা (সত্যপন্থীগণ) বিরূপ সমালোচনাকারীদের সমালোচনায় ভীত হননা।

হযরত আবু দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفحْشَ الْبَذِى .

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা অশালীন কথাবার্তা বলে বকাবকি করে এমন ব্যক্তিকে ভালবাসেন না।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোক উপকারগণের সহিত বিদ্রোহী এবং বেওফায়ী করে তাকে উপকারের পরিবর্তে শেকায়ত এবং অপবাদ দিচ্ছে। এক ব্যক্তি কোন একজন জ্ঞানী লোকের কাছে গিয়ে বলল, মহাশয় ঐ লোকটা আপনার অপবাদ এবং দুর্নাম করছে। এই কি ব্যাপার! জ্ঞানী লোকটি কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর উত্তর দিলেন যে, উনি আমার অপবাদ বা দুর্নাম করার কোন কারণ নেই অথবা সে আমার দুর্নাম করে বলে মনে হয়না। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল যে, মহাশয় অমুক লোকটা আপনার অপবাদ এবং দুর্নাম করছে। আপনার কি মন্তব্য? জ্ঞানী লোকটি কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ঠিক তিনি আমার অপবাদ বা দুর্নাম করতে পারে। তারপর ঐ ব্যক্তি তার কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। জ্ঞানী লোকটি উত্তর দিলেন যে, প্রথম লোকটা আমার দুর্নাম এই জন্য করতে পারে না যে আমি কোনদিন তার কোন উপকার করি নাই। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার দুর্নাম করাটা অসম্ভব নয়। কেননা আমি তার অনেক উপকার করেছি।

এই সম্বন্ধে কবি কাজী ইবনে মারূফ একটি শে- াক বলেন:

فاحـزر عدوك مرة
واحـزر صديقك الف مـرة

অর্থাৎ- আপনার শত্রুকে একবার ভয় কর এবং আপনার দুস্ত বা বন্ধুকে হাজারবার ভয় কর।

ঐ সম্বন্ধে কোন একজন কবি বলেন:

عدوك من صديقك مستفاد
فلا تستنكرن من الصحاب
فان الداء اكثر ما ترا
يكون من الطعام والشراب

অর্থাৎ- তোমার শত্রু তোমার বন্ধু বা প্রিয়জন থেকে হবে, এই জন্য অতিরিক্ত বন্ধু বা প্রিয়জন করোনা। কারণ তোমরা যত বিমার বা রোগ দেখতেছ এটি অধিকাংশ খানাপিনার দ্বারা হয়ে থাকে।

আমাদের মধ্যে না একতা আছে না মিলন আছে, প্রত্যেক দলপতি নিজে নিজেই নেতা বা দলপতি এবং ইমাম বা সর্দার হয়ে বসে আছেন, নিজের কোন গুণের উপর অহংকার, অভিমান, কপটতা ভাব দ্বারা করে থাকে এবং সর্বদা নিজের প্রশংসা এবং আত্মম্ভরিতায় অন্যের অপবাদ এবং ক্ষতি পৌঁছানো, এটি আমাদের অভ্যাস বা রীতি-নীতি হয়ে গেছে।

এ যুগের আকস্মিক দুর্ঘটনা হতে নিজেকে নিজে রক্ষা করা বড় দায়। কাজেই আল্লাহপাক আমাদেরকে এটি হতে রক্ষা করুন। **(امين)**

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ .

অর্থাৎ- মোমিন তিরস্কারকারী হয়না, না লা'নতকারী হয়, না কথাবার্তায় অশালীনতা প্রদর্শনকারী হয়, না অমূলক কথা বলে এমন হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

من ضار مسلما ضاره الله ومن شق مسلما شق الله عليه .

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয় আল্লাহপাক তাকেও কষ্ট দেন। আর যে ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্টে ফেলে আল্লাহপাক তাকে কষ্টে ফেলেন।

হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الفتان .

অর্থাৎ-অধিক ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট অপ্রিয়।

হযরত মায়াজ বিন জবল (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি কাউকে তার কোন কৃতকর্মের দরুন অপমানিত করবে সে এ শাস্তি ভোগ করবে যে, সে স্বীয় জীবনে নিজেও সেই কাজ করবে অতঃপর তার মৃত্যু হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ

অর্থাৎ- এক মুমিন তার অপর মুমিন ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ।

মোটকথা- কারো তিরস্কারে আমি ভীত নই। বরং মনে বড় আফসোস হয়, মুসলমান বলে দাবীদার লোকের মধ্যে কেন এ স্বভাব?

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَير مِنْ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ .

অর্থাৎ- সেই মু'মিন, যে লোকজনের সাথে মিলেমিশে থাকে, তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে সেই মুমিন অপেক্ষা অধিকতর উত্তম যে একাকী থাকে, লোকজনের সাথে মেলামেশা রাখে না এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে না।

এটা হলো ফেৎনা ফ্যাসাদের যুগ। মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি, ছোটখাট মাছআলায় বড় ধরনের ইখতিলাফ বা মতবিরোধ, ব্যক্তিগত

প্রভাব খাটানো, হিংসা, ঈর্ষা ও লোক দেখানো মনোবৃত্তি ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে। কেউ স্বঘোষিত মুজাদ্দিদ সাজবার, কেউ নামকরা রচয়িতা হবার, কেউ বড় মুফতি ও আল্লামা হিসেবে খ্যাতি লাভ করার উচ্চাভিলাষ নিয়ে বিনিদ্র প্রচেষ্ট। বস্তুতঃ এগুলো সে সব মুসলমানদের মধ্যে মারাত্মক রোগ বিশেষ। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে সাংগঠনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- (হাদিস শরীফের শেষাংশে)

وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا

অর্থাৎ- আমি এ মর্মে ভয় করছি যে, আমার উম্মতগণ দুনিয়ার প্রেমে এমন ভাবে আটকা পড়ে যাবে যে, একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করতে থাকবে। আর পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

সুতরাং কোন কোন বর্ণনায় এটাও উল্লেখ করা হয়, পূর্ববর্তী উম্মতগণ পার্থিব বিভিন্ন মোহের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, অনুরূপ আমার উম্মতগণও পার্থিব মোহের বশীভূত হয়ে ধ্বংসের নিম্নতর গর্ভে পতিত হবে।

কাজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে যেই গায়বের সংবাদ দিয়েছেন তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বহিঃ প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন ছাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীন (রাযি.) এর পরবর্তী যুগসমূহে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতগণের মধ্যে পার্থিব লোভ-লালসার বশীভূত হয়ে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করণের তৎপরতা এত মারাত্মকভাবে প্রকাশ পেয়েছে; মুসলমানদের মধ্যেই যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি-কাটাকাটির বাজার এতই গরম হয়েছে আর দিন দিন মুসলমানদের মধ্যে এসব ব্যধি এত দ্রুত সংক্রমিত হয়েছে যা সত্যিই দুঃখজনক ও নিতান্ত হতাশা-ব্যাঞ্জক। মুসলিম জাতি আত্মশুদ্ধির মনোভাব নিয়ে এগিয়ে না আসে তবে ভবিষ্যতে এঁদের অবস্থার কি মারাত্মক আকার ধারণ করে তা বলাই মুশকিল।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণীতে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধি এমনিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, মুসলিম সমাজ বিশ্বের নজরে এতই হেয় প্রতিপন্ন হতে চলেছে যে, অমুসলিমদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও মুসলমানদের কোন কোন অশোভনীয় কার্যকলাপের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করার প্রয়াস পাচ্ছে। মালপত্র, জায়গা-জমি ইত্যাদি নিয়ে গৃহযুদ্ধ এবং পার্থিব ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব মুসলিম সমাজ যেন যুদ্ধবিগ্রহ, ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও মারামারির একটা জমজমাট ময়দান! যার ফল নজরেরই সামনে সুস্পষ্ট। বস্তুত, মুসলিম জাতি ধ্বংস ও অধঃপতনের এমন নিম্নস্তরের দিকে ধাবিত হচ্ছে যে, এখন আল্লাহ্পাকের খাস সাহায্য ছাড়া এ বিধ্বস্ত জাতি তার হৃতগৌরব, উন্নতি ও সাদম্য অর্জনের কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

আল্লাহ্পাক মুসলিম জাতিকে বুঝার শক্তি দিন আমিন।

গ্রন্থকার

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

কালো টুপি পরিধানের বর্ণনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ . امّا بعد .

প্রশ্ন ঃ কালো টুপি কিংবা রামপুরী ক্যাপ পরিধান করা শরীয়ত মতে জায়েয কিনা? কোন কোন আলেম বলে বেড়াচ্ছেন– তা জায়েয নয়। কেউ বলেন– কালো টুপি পরিধান করার বৈধতা কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। আবার কেউ বলেন– তা শিয়া সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের এসব মন্তব্য কতটুকু বিশুদ্ধ?

জবাব ঃ কালো টুপির বিপক্ষে উপরোক্ত মন্তব্যাদি মূর্খতার উপর প্রতিষ্ঠিত। হাদিস শরীফ, মুহাদ্দেসীনে কেরামের অভিমত এবং ফকীহ্ গণের মতামত সম্পর্কে অবহিত না হওয়ার কারণেই তারা এ ধরণের বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বস্তুত, টুপির উপর কালো পাগড়ি পরিধানের বৈধতা এবং উৎকৃষ্টতায় বহু বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত।

কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়– ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর 'তারিখে (ইতিহাস) এবং ইবনুল আছাকের আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ছা'দ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার সম্মানিত পীরকে আমার পিতামহ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বর্ণনা করেছেন–

رأيت ببخارا رجلا على بغلة بيضاء وعليه عمامة خز سوداء يقول كسا نيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال عبد الرحمن نراه بن حازم الاسلمى .

অর্থাৎ- আমি বোখারায় এক ব্যক্তিকে একটা সাদা রঙের খচ্চরের পিঠে আরোহণরত দেখেছি। লোকটার মাথার উপর ছিল কালো তুলার তৈরী পাগড়ি। আর তিনি বলেছিলেন–এ পাগড়িটা আমাকে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেছেন।

আবদুর রহমান (রহ.) বলেছেন– আমার ধারণা হলো– লোকটা ইবনে হাজেম আছলামাই ছিলেন।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

অর্থাৎ- হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন- মক্কা বিজয়ের দিন তিনি (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

عن جعفر بن عمرو بن حاريث عن ابيه قال رأيت على رأس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عمامة سوداء، وايضا ان النبى صلى الله عليه وسلّم خطب الناس وعليه عمامة سوداء .

অর্থাৎ- হযরত জাফর ইবনে আমর ইবনে হারীছ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেন– আমি আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মাথায় কালো পাগড়ি দেখেছি।

অনুরূপভাবে আরো বর্ণিত আছে যে- নিশ্চয়ই, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে খোৎবা দান করেছেন। তখন তিনি কালো পাগড়ি পরিহিত ছিলেন।

وحكمة ايثاره السواد على البياض الممدوح الاشارة إلى ما منحه الله ذالك اليوم من السواد الذى لم يتفق لاحد من الانبياء قبله وإلى سوود الاسلام واهله وإلى ان الدين المحمدى لا يتبدل لان السواد ابعد تبدلا من غيره- (المواهب اللدينة على الشمائل. صفحه ٧٣)

অর্থাৎ: হাদীস শরীফে সাদা পোশাকের প্রশংসা করা সত্ত্বেও কালো পোশাককে সাদা পোশাকের উপর প্রাধান্য দেয়ার হেকমত হলো– এ কালো বর্ণ দ্বারা একথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা সেদিন যে 'নেতৃত্ব' দান করেছেন, তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী কোন নবীকে (আর) দেয়া হয়নি।

আর একথার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরগণকে ইসলামে 'নেতৃত্ব' দান করেছেন।

এ হেকমতও উল্লেখযোগ্য যে নিশ্চয়ই দ্বীন-ই-মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)তে (কখনো) কোন প্রকার রদ-বদল হতে পারেনা। কেননা, 'কালো বর্ণ'কে কোন বর্ণে পরিবর্তিত করা যায় না।

ইমামুল মোছলেমীন হযরত আবু হানিফা (রহ.) কালো টুপি পরিধানের বর্ণনা

বর্ণিত আছে যে, ইমামুল মোছলেমীন হযরত আবু হানিফা (রহ.) কালো রঙের লম্বা টুপি পরিধান করতেন। (খায়রাতুল হেছান (উর্দূ) ১৪৭ পৃষ্ঠা, কৃত- ইবনে হাজর রহ.)

আলহামদু লিল্লাহ! আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী এ জন্য কালো টুপি পরিধান করা আমাদের তরিকা হওয়া যুক্তিযুক্ত। এটা হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার অন্যতম প্রমাণও বটে। হানাফী নয় এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কথা আমাদের আলোচ্য নয়। তবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের খেদমতে আমার আপিল হলো– তাঁরা যেন নিজেদের মাযহাবের মহাসম্মানিত ইমামের অনুসরণ করেন।

এখন আসুন, আমরা অন্যভাবে আলোচনা করি। আচ্ছা বলুন তো, কোরআন মজিদের হরফসমূহ কালো বর্ণের কেন? আর এতে কি রহস্য রয়েছে? চক্ষু, যা এমন এক নেয়ামত যে, একটা চক্ষুর বিনিময়ে সমগ্র দুনিয়াও মূল্যহীন, এ চোখের মণি, যা দ্বারা দুনিয়ার সব জড় পদার্থ প্রত্যক্ষ করা যায়, তাওতো কালো বর্ণের! বায়তুল্লাহ শরীফের গিলাফ, যাকে চুম্বন করে সব তওয়াফকারী ও জেয়ারতকারী যা কালো রঙের। এ জন্যই কোন কোন বুজুর্গ ব্যক্তিকে দেখা গেছে তাঁরা কালো রঙের জুতা পরিধান করতেন না। যেমন: হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজেরে মক্কী

(রহ.)। তাছাড়া, বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তিপ্রস্তরটাও কালো বর্ণের ছিল। এগুলোর মধ্যে কি রহস্য রয়েছে? চোখের পাতা, মাথার চুলও কালো রঙের। তাছাড়া এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ নির্দ্বিধায় যোগ করা যায়। এতে হেকমত কি? খলিফা আল-মনসুর তাঁর দরবারে সবার জন্য এক 'খাস' ধরনের টুপি আবিষ্কার করেন, যা নারিকেলের খোসা ইত্যাদি দ্বারা তৈরী করা হতো, এর উপর কালো কাপড় মোড়ানো হতো। টুপিগুলো খুব লম্বা ছিল। ইমাম আজম (রহ.) যদিও খলিফার দরবার থেকে বহু দূরে সরে থাকতেন তবুও তিনি এ ধরণের টুপি, যা খলিফার দরবারের বিশেষ বিশেষ আমীর ওমরার জন্য খাস ছিল, কখনো কখনো ব্যবহার করতেন। (সিরাতুন্নোমান, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, কৃত- আল্লামা শিবলী নোমানী)।

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) উল্লেখ করেছেন, তিনি (ইমাম আজম রহঃ) অধিকাংশই কালো টুপি ব্যবহার করতেন।

শিবলী নোমানী ছাহেব কখনো কখনো ব্যবহার করতেন বলে বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, গভীরভাবে গবেষণার পর দেখা যায় যে, সে টুপি আজকালকার রামপুরী টুপির মতই ছিলো। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর টুপিও কালো ছিল। অথচ তিনি ছিলেন একজন অতি উল্লেখযোগ্য তাবেয়ী এবং মাযহাবের ইমাম। কাজেই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে, তাবেয়ীর কাজ নিঃসন্দেহে মুস্তাহাব হবে। তাছাড়া মাযহাবের ইমামের অনুসরণ করা সে মাযহাবের লোকদের জন্য জরুরিও বটে।

কিন্তু, আফসোস! পূর্ববর্তী কোন যুগে কেউ কালো টুপি পরিধান করা বিদআত ইত্যাদি বলে ফত্ওয়া দেয়নি। বরং হিন্দুস্থানের রামপুর ইত্যাদি অঞ্চলে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মাথায় কালো টুপি শোভা পেতে দেখা যায়। অথচ এ সম্পর্কে কোন প্রকার বিরূপ মন্তব্য করেনি। কিন্তু এ জমানায়, আমাদের দেশে এর উপর ফতোয়াবাজীর বাজার গরম হয়ে উঠেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, কালো টুপি পরিধান করা হানাফী সুন্নী হওয়ার দলিল।

কেয়ামত পূর্ববর্তী সময়ে জ্ঞান হ্রাস ও মূর্খতা এবং ফেৎনা–ফ্যাসাদ বৃদ্ধি হওয়ার বর্ণনা

বাস্তবিক পক্ষে কথা হলো– শেষ জমানায়, **(ان يقل العلم)** অর্থাৎ জ্ঞান কমতে থাকবে। আর মূর্খতা বেড়েই চলবে। মানুষ এলম ছাড়াই বড় বড় কথা বলবে। ফলতঃ তারা নিজেও গোমরাহ হবে অপরকেও গোমরাহ করবে। চতুর্দিকে মূর্খতার ছড়াছড়ি হবে। কোন কোন বর্ণনায়, শেষ যুগে **(يكثر العلم)** অর্থাৎ কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে 'এলম' ও আলেমের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়ে যাবে বলেও ইরশাদ করা হয়েছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে।

যথা– (১) ওলামার সংখ্যা বাড়বে কিন্তু প্রচার-প্রসারের বৃত্ত এত প্রশস্ত হবে এবং ধর্মে এত বেশী ফেৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে যে, ইসলাম প্রচারকগণ সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও সে ফেৎনাকে আয়ত্বে আনতে পারবেনা। সুতরাং প্রত্যেক যুগে এ ধরণের অবস্থাই বিরাজ করবে। (২) কিংবা ওলামার সংখ্যা তো বাড়বে তৎসঙ্গে এলমেরও চর্চা হবে অধিকভাবে। দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও সে হারে বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু আলেমদের মধ্যে খাঁটি **(خلوص)** ও ভয়-ভীতি **(هيبت)** ইত্যাদি কমে যাবে। তৎসঙ্গে গোমরাহীর সয়লাব বয়ে যাবে। তাছাড়া, আলেমগণের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে একগুঁয়েমী **(ضد)** ও পক্ষপাতিত্ব। সত্য প্রতিষ্ঠার স্থলে তারা নানা লোভ-লালসার বশীভূত হয়ে অশোভনীয় কাজকর্মে লিপ্ত হবে। (ফয়জুল বারী কৃত আল্লামা ছৈয়দ মাহমূদ আহমদ)।

মোল্লা মিছকিন (রহ.) বলেছেন–

لاباس بلبس قلنسوة الكرباس والسواد والحمرة

অর্থাৎ- সুতার কাপড়ের টুপি এবং কালো ও লাল কাপড়ের টুপি পরিধানে কোন ক্ষতি নেই।

ফতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করা হয়–

ويستحب الابيض وكذا الاسود لانه شعاربنى العباس ودخل عليه الصلواة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء . (ج ৬ ص ৩৫১)

অর্থাৎ- সাদা কাপড় ব্যবহার করা যেমন মোস্তাহাব তদ্রূপ কালো রঙের কাপড় ব্যবহার করাও মোস্তাহাব। কেননা, তা (কালো পোশাক) বনি আব্বাসেরই খাস পোশাক ছিলো। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিবসে যখন মক্কা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর পবিত্র শির মোবারকে কালো পাগড়ি শোভা পাচ্ছিল।

এখন আমার বন্ধুর নিকট আমার একটা প্রশ্ন– কোন কিছুর চিত্র অঙ্কিত টুপি ব্যবহার করা জায়েয কিনা? সাহাবায়ে কেরাম কিংবা তাবেয়ীন এজামের আমল বা বর্ণনা থেকে তার বৈধতার কোন প্রমাণ আছে কিনা? যেহেতু আমার কোন বন্ধু কোন এক কালো টুপি পরিহিত বুজুর্গের নিকট অনেকদিন ধরে বরকত হাসিলের মানসে কালো টুপির প্রতি বড়ই আসক্ত ও আগ্রহী ছিলেন।

আরবদেশ সমূহের মাথার উপর রুমাল ঝুলিয়ে এর উপর এক্বাল ব্যবহারের বর্ণনা

আজকাল আরবদেশ সমূহের অধিবাসীগণ মাথার উপর রুমাল ঝুলিয়ে থাকেন। আবার সে রুমালের উপর কালো রঙের রেশমী রজ্জু সাদৃশ ডোরা, যাকে আরবীতে **عقال** (এক্বাল) বলা হয় ব্যবহার করে থাকেন। অথচ পূর্ববর্তীদের মধ্যে এভাবে রুমাল ও এক্বাল ব্যবহারের কোন নিয়ম ছিলনা। আশ্চার্যের বিষয় হলো– কালো টুপি সম্পর্কে

ফতওয়াবাজ আলেম নামধারী ব্যক্তিবর্গগণ কখনো এর উপর (কালো এক্বাল) ফতওয়াবাজী করেননি। এ ধরণের রীতি-নীতি ও পোশাকের কোন প্রমাণ কি তারা ছরকারে দো'আলম হুজুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেয়েছেন? তদুপরি মাথার উপর কালো রঙের 'এক্বাল' পরিধানের মধ্যে কি হেকমত বা রহস্য রয়েছে?

কালো রঙের বিশেষ মর্যাদা

ওহে আমার বন্ধু! বস্তুত কালো রঙ অতীব পছন্দনীয় ও প্রিয় এ জন্যই প্রতিটি বরকতময় ও সম্মানিত বস্তুতে কালো রঙ বিদ্যমান। আর এই প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তুকে সুন্নী ওলামায়ে কেরাম মাথার উপর ব্যবহার করেন যাতে কালো বর্ণের পাথর দ্বারা তৈরীকৃত বায়তুল্লাহ শরীফের কালো বর্ণের গিলাফের ছায়া তাঁদের মাথার উপর থাকে। তাছাড়া কালো রঙের টুপি পরিধানে আল্লাহ্‌র নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (سورة الحج)

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। কারণ অবশ্যই তা অন্তর সমূহের পরহেজগারীরই ফলশ্রুতি।

এ কারণেই আমাদের অধিকাংশ বুজুর্গানে দ্বীন কালো রঙের জুতা পরা থেকে বিরত থাকতেন। কারণ এটা হলো অন্তরেরই তাকওয়া।

কালো বর্ণ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের অন্যতম নিদর্শন

সাদা রঙে যেমন সৌন্দর্য রয়েছে তেমনিভাবে কালো রঙের মধ্যেও জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকারের বহু সৌন্দর্য রয়েছে। সাদা কাপড়

ব্যবহার করা যেমন মোস্তাহাব, কালো পোশাক পরিধান করাও তেমনি মোস্তাহাব হবে। যেমন এ প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কালো রঙ থেকে বিজয়সমূহ প্রকাশ পায় এবং প্রাধান্য বিস্তার গোপন থাকে। এ জন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কালো রঙের পাগড়ি পরিধান করেছিলেন। দ্বীন ইসলামে বাতিল ধর্মসমূহ দ্বারা কোন প্রকার পরিবর্তন আসতে পারেনা। অনুরূপ, আহলে সুন্নাত এর আক্বীদাসমূহ বাতিল ফেরকাসমূহ দ্বারা পরিবর্তিত হবেনা। এ রহস্যের বহিঃপ্রকাশের জন্যই ওলামা-এ আহলে সুন্নাত (সুন্নী আলেমগণ) কালো টুপি পরিধান করেন যেন তাঁদের হক্কানিয়াত (সত্যতা) এর আমেজ থাকে তাদের এ পোশাকে। আর যেন বাতিল ফের্কার উপর প্রাধান্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং হকপন্থীদের শান-শওকত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। যেমন আল্লামা বায়জুরী (রহ.) বর্ণনা করেছেন–

ان الدين المحمدى لايتبدل لان السواد ابعد تبدلا من غيره .

অর্থাৎ- দ্বীন-ই-মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (ইসলাম) অবশ্যই পরিবর্তিত হবে না। কারণ (এর পছন্দনীয়) কালো রঙের অন্য কিছু দ্বারা পরিবর্তন আসা অস্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্যই তো হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কালো রঙের পাগড়ি পরিধান করেছিলেন। আর আমাদের সুন্নী ওলামা ও সাধারণ মুসলমানগণ একথার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য কালো টুপি পরিধান করেন যে- আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের আকায়েদ বাতিল ফের্কাসমূহের হামলার কারণে পরিবর্তিত হওয়া ভাবনার অতীত।

দেখুন! মাথার চুলও কালো বর্ণের। আর মাথার উপর কালো রঙের পাগড়ি কিংবা টুপি পরিধান করা রহমত ও বরকতের কারণ হবে। যেমন উপরোল্লেখিত হাদিস শরীফসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। খোৎবা পাঠ এবং ওয়াজ নছিহত করার সময় মাথায় কালো বর্ণের পাগড়ি কিংবা টুপি পরিধান করা মোস্তাহাব। যেমন- হাদিস শরীফে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা এসেছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

অর্থাৎ- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের উদ্দেশ্যে খোৎবা দেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর পবিত্র শির মোবারকের উপর কালো রঙের পাগড়ি শোভা পাচ্ছিল।

ফিৎনা-ফ্যাসাদের যুগে, যখন ঈমান রক্ষা করা মুশকিল হয়ে পড়বে, কারণ, প্রতিটি ফের্কা বা দল নিজ নিজ দাবির সপক্ষে ঈমান সম্মত প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করবে আর এ দিকে সাধারণ মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ঘুরপাক খেতে থাকবে, তখন কালো রঙের টুপি ও পাগড়ি পরিহিত এবং কালো পতাকাধারীদের (সুন্নী ওলামা কেরাম) পথ ও মত অবলম্বন করা এবং তাঁদেরকে 'আহলে হক' বা সত্যের অনুসারী বলে বিশ্বাস করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

যেন এটা (কালো টুপি-পাগড়ি) হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার এক অন্যতম মাপকাঠি। এজন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কা শরীফে প্রবেশ করার সন্ধিক্ষণে কালো রঙের পাগড়ি পরিধান করেছিলেন। আর এদিকেই আল্লামা ইব্রাহীম বায়জুরী (রহ.) ইঙ্গিত দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগের জন্যই এ নির্দেশটা ইরশাদ করা হয়েছে।

যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত–

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّايَاتِ السُّودَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ خُرَاسَانَ فَأْتُوهَا فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللهِ الْمَهْدِيَّ. (رواه احمد والبيهقى)

অর্থাৎ- হযরত ছাওবান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমরা যখন কালো পতাকা দেখবে (কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে। এ নির্দেশটা সবার বেলায় সাধারণভাবে প্রযোজ্য), যা খোরাসানের দিক থেকে আসবে তখন

তোমরা সেখানে (পতাকার পার্শ্বে) যাবে। কেননা তাতে (পতাকাধারী দল) থাকবেন আল্লাহর খলীফা (প্রতিনিধি) ইমাম মাহদী।

লক্ষ্য করুন! কালো রঙের কাপড়ের (পতাকা) নীচে খলীফা মাহদী ও কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে অবস্থান করবেন। বস্তুত, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার মাধ্যম হলো কালো রঙের পতাকা। অর্থাৎ- মাথায় কালো রঙের পাগড়ি কিংবা টুপি কিংবা কালো রঙের পতাকা-এ সবকটির হুকুম একই। যেমন উপরোল্লেখিত হাদিস শরীফ সমূহ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়।

সুতরাং প্রতিভাত হলো- কালো বর্ণের টুপি এবং পোশাক শিয়া সম্প্রদায় হওয়ার চিহ্ন নয়, আর শোক প্রকাশের প্রতীকও নয়। যেমন- রাফেজী ফের্কারই (বাতিল দল) এরূপ ধারণা। অনুরূপভাবে 'রাফেজী' সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন ব্যক্তিবর্গকেও কালো টুপি ইত্যাদিকে শিয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতীক বলে মন্তব্য করতে শোনা যায়। অথচ মক্কা বিজয়ের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ি মোবারক কালো রঙের ছিলো। আর এ পতাকাসমূহের রঙও কালো হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং কালো রঙের টুপির ব্যবহারকে 'শিয়া' সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতীক বলে মন্তব্যকারীগণ নিঃসন্দেহে 'রাফেজী' সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভূক্ত হবে।

মোটকথা- হাদিস শরীফ সমূহে মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করলে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে যে, মাথায় কালো রঙের কিছু পরিধান করা মোস্তাহাব- চাই পাগড়ি হোক কিংবা টুপি হোক। আবার এ থেকে একথা মনে করা কারো পক্ষে উচিত হবেনা যে- সাদা ও সবুজ রঙের পাগড়ি ও টুপি পরা ভাল নয়। বরং আমার দাবী হলো- সাদা, কালো এবং সবুজ রঙের পাগড়ি, টুপি ইত্যাদি পরিধান করা মোস্তাহাব। অবশ্য সাদা ও সবুজ রঙের পাগড়ি টুপির বর্ণনা অন্যান্য হাদিস শরীফ সমূহে রয়েছে।

আমার চূড়ান্ত কথা হলো– কালো রঙের টুপি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ কিংবা শিয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতীক কিংবা বিদআত বা নাজায়েয ইত্যাদি মন্তব্যের সপক্ষে যদি হাদিস শরীফ কিংবা ফেক্‌হ-ফতোয়া বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবের বর্ণনা থেকে পাওয়া কোন প্রমাণ বিরুদ্ধাবাদীদের নিকট থাকে তবে তারা যেন সেগুলো পেশ করেন। আর যদি তাদের দাবির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ না থাকে, অবশ্যই কোন প্রমাণ নেই, তবে বিনা প্রমাণে এ ধরণের ভিত্তিহীন কথা বলে বেড়ানো ধর্মে খেয়ানত ছাড়া আর কি হতে পারে?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পাগড়ি পরিধানের বর্ণনা

মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটা হাদিস শরীফের অংশ হলো– হযরত হিবরীছ বিন ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন–

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ .

অর্থাৎ- আমার মানসপটে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এমনি বদ্ধমূল যে, আমি যেন (এখনও) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি। আর তিনি মিম্বর শরীফের উপর তশরীফ রেখেছেন এবং তিনি শির মোবারকে কালো পাগড়ি পরিধান করেছেন। আর পাগড়ির দুই পার্শ্ব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'স্কন্ধ মোবারকের মাঝখানে ঝুলানো ছিলো।

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ سَوْدَاءُ .

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন এমতাবস্থায় যে- তাঁর পরনে কালো বর্ণের পোশাক ছিলো।

হযরত হাছান (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ি মোবারক কালো বর্ণের ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক হযরত সুফিয়ান (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি হযরত হাছান (রাযি.) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা কালো রঙের ছিলো এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ি মোবারকও কালো বর্ণের ছিলো।

হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পাগড়ি কালো রঙের ছিলো। তিনি তা দু'ঈদে পরতেন।

হযরত জিব্রাঈল (আ.) ও সাহাবায়ে কেরামগণ কালো পাগড়ি ব্যবহার করেছেন

হযরত আবু মুছা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এমতাবস্থায় তশরীফ এনেছিলেন যে, তাঁর শির মোবারকের উপর কালো পাগড়ি শোভা পাচ্ছিল।

হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেছেন, আমি হযরত আলী (রাযি.)কে এমতাবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর মাথায় ছিল কালো পাগড়ি। আর পাগড়িটা পিছনের দিকে তাঁর দু'স্কন্ধের মাঝখানে ঝুলানো ছিলো।

হযরত আমর বিন মায়মূন (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি হযরত আলী (রাযি.) এর পবিত্র মাথার উপর কালো রঙের পাগড়ি শোভা পেতে দেখেছি এবং তিনি পেছনের দিকে পাগড়ির দু'প্রান্ত ছেড়ে রেখেছিলেন।

হযরত আবু রজীন (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, ইমাম হাছান (রাযি.) (একদিন) খোৎবা পাঠ করেছিলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর পবিত্র গায়ে কালো বর্ণের পোশাক ছিলো। আরো ছিলো তাঁর মাথায় কালো বর্ণের পাগড়ি।

অনুরূপভাবে- হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রাযি.) ও কালো পাগড়ি পরিধান করার কথা বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু মুছা আশয়ারী (রাযি.) কালো বর্ণের পাগড়ি ও কালো রঙের জুব্বা (বড় জামা) পরিধান করে কালো রঙের একটা লাঠি হাতে নিয়ে হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাযি.) এর নিকট তশরীফ নিয়েছিলেন।

হযরত আনাছ বিন মালেক (রাযি.)ও কালো রঙের পাগড়ি ব্যবহার করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ (রাযি.)ও কালো পাগড়ি পরিধান করেছেন। অনুরূপ, হযরত আম্মার (রাযি.)এর মাথায় কালো পাগড়ি দেখা যায়।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) 'সনদ' সহকারে বর্ণনা করেছেন– হযরত মিলহান (রাযি.) হযরত ছাওবান (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের উদ্দেশ্যে হযরত আম্মার বিন ইয়াছির (রাযি.) প্রতি জুমার খোৎবা দিতেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর মাথার উপর কালো পাগড়ি থাকতো।

তাছাড়া, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযি.), হযরত আবুদ্ দারদা (রাযি.), হযরত বারা বিন আজেব (রাযি.), হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযি.), হযরত ওয়াছিলাহ (রাযি.), হযরত হাছান বছরী (রাযি.), হযরত আবু ওবায়দা (রাযি.), হযরত আবু নাজারাহ (রাযি.), হযরত আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদ (রাযি.) এবং হযরত আছওয়াদ (রাযি.)ও কালো রঙের পাগড়ি পরিধান করেছেন।

হযরত ছায়ীদ ইবনে আল মোছাইয়্যাব (রাযি.) দু'ঈদে কালো রঙের পাগড়ি পরিধান করতেন। আরো পরতেন একটা লম্বা টুপি।

হযরত ছায়ীদ বিন জুবায়ের (রাযি.) থেকে বর্ণিত- যেদিন ফেরআউনকে ডুবিয়ে মারা হয় সেদিন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের পাগড়ি ছিল কালো বর্ণের। এরূপ আরো বহু দলীল রয়েছে। কিন্তু আমি এখানে সংক্ষিপ্ত করলাম যেন বর্ণনা বেশী দীর্ঘ না হয়। আর এ সব হাদিস শরীফ এর দলিলাদির সনদ সম্পর্কে যদি কারো সন্দেহ থাকে তবে তাকে হযরত আল্লামা ইমাম ছুয়ূতী (রহ.) প্রণীত 'আলহাভী লিল ফত্ওয়া' **(الحاوى للفتاوى)** পর্যালোচনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

কালো রঙের পাগড়ি ও টুপি পরিধান জায়েয ও বৈধ তা বাতিলপন্থীদের কিংবা ইঁদুরের বিষ্ঠার সাথে তুলনা করা শরীয়ত নিয়ে ঠাট্টা করার শামিল

এখন উপরোক্ত বর্ণনা এবং দলিলাদি দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে, মাথায় কালো রঙের পাগড়ি এবং টুপি পরিধান করা জায়েয ও বৈধ। কিন্তু যারা তা নাজায়েয বা অবৈধ বলে ফত্ওয়া দেয় তারা শরীয়তের দলিলাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবগত। এসব প্রমাণ উপস্থাপনে আমার উদ্দেশ্য একথা প্রমাণ করা যে কোন প্রকার শর্তারোপ ব্যতিরেকেই মাথার উপর কালো রঙের কাপড়, চাই তা পাগড়ি হোক

কিংবা টুপি হোক ব্যবহার করা 'শরীয়তে মুহাম্মদী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোতাবেক বৈধ।

বরং তা শরীয়তের নির্দেশ যথাযথ পালনেরই শামিল। কাজেই এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের অস্বীকৃতির কোন দাম নেই। আর যারা এ আমলটাকে 'শিয়া' সম্প্রদায়ের অনুকরণের শামিল বলে মন্তব্য করেছেন তাদের কথাও ভিত্তিহীন। কেননা, বাতিলপন্থীদের কাজের সাথে সামঞ্জস্য রাখায় হাদিস শরীফে নিষেধ এসেছে– একথা সত্য। তবে কোন কোন বিষয়ে এ সামঞ্জস্য রাখা নিষিদ্ধ সে কথা প্রথমে জেনে রাখা দরকার। অতঃপর এতদ্ভিত্তিতে ফতোয়া দিলে তা বিবেচ্য হতে পারে। কারণ, প্রতিটি বিষয়ে যদি সামঞ্জস্য হওয়া নিষিদ্ধ হয় তখন বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেবে।

যেমন– হিন্দু তথা বিধর্মীরা ভাত খায়, পানি পান করে, কাপড় পরে, স্নান করে, বিয়ে-শাদী ও স্ত্রী সহবাস করে এবং গাড়িতে চড়ে ইত্যাদি। এখন যদি এসব কার্যাদি মুসলমানদের সামঞ্জস্য হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায় তবে বলুন! তাঁদের জীবনে কি ধরণের জটিল সমস্যাদি সৃষ্টি হবে? সুতরাং বুঝা গেল– বিধর্মীদের সাথে সামঞ্জস্য হবে বলে ছেড়ে দিব এটি কি ঠিক হবে?

আবার কোন কোন বাতিলপন্থী ব্যক্তি এমনও দেখা যায় যে, কেউ কালো বর্ণের প্রশংসায় কা'বা শরীফের কালো গিলাফ ও কোরআন মজিদের কালো হরফ ইত্যাদির উপমা পেশ করেন– তবে এরা বলে– ইঁদুরের বিষ্ঠাও তো কালো বর্ণের। (নাউযুবিল্লাহ!) বস্তুত এ ধরণের তুলনা ধর্মীয় বিধান নিয়ে নিছক হাসি-ঠাট্টা করা বৈ আর কিছু নয়। আসলে এ ধরণের অসভ্যতা ও বেয়াদবী পূর্ণ উক্তি করা কোন আলেমের পক্ষে সম্ভব নয়। মনে হয়, কোন অশিক্ষিত মানুষও এ ধরণের উক্তি করতে দুঃসাহস দেখাবেনা।

কোথায় ইঁদুরের বিষ্ঠা আর কোথায় কা'বা শরীফের গিলাফ এবং কোরআন মজিদের হরফসমূহ! এ সব ব্যক্তি বর্গের কি বস্তুর অবস্থা কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং হাকিকত ইত্যাদিতে পারস্পরিক পার্থক্য করার জ্ঞানও নেই? যদি তাই হয় তবে অনেক দ্বীনি মাছায়েলে তাদের কোন অধিকার থাকবেনা। আমার প্রশ্ন হলো– এমনও কি কোন মানুষ আছে যে, কোন কালো রঙের মানুষ দেখলে তাকেও ইঁদুরের বিষ্ঠার সাথে তুলনা করবে? বলবে– এ কালো মানুষটা ইঁদুরের বিষ্ঠার মত? কিংবা ইঁদুরের বিষ্ঠাই?

জনাব! কালো রঙের টুপিকে ইঁদুরের বিষ্ঠার সমতুল্য মনে করা বোকামী ছাড়া আর কি হতে পারে? কারণ অনুরূপভাবে সাদা রঙের টুপিকেও শকুন বা কোন কোন পাখির পায়খানার সাথে (রঙের) তুলনা করা যায়। কেননা শকুন ও কোন কোন পাখির পায়খানার রঙ সাদা হয়ে থাকে (নাউযুবিল্লাহ) এ ধরণের নির্বোধ আলেম শরীয়তের মাছআলা কিভাবে বুঝতে পারে, যে নিজেকে একটা নিকৃষ্ট পাখির মত মনে করে?

বন্ধু! কোন ধরণের কাপড় ব্যবহার করা ভাল– সে সম্পর্কে সম্মানিত ফকীহগণ একটা অকাট্য পূর্ণাঙ্গ ফরমুলা বর্ণনা করেছেন। তা গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ প্রসঙ্গে কোন প্রকার আপত্তি ও প্রশ্নের অবকাশও থাকেনা। তবুও আপত্তি করা মূর্খতার পরিচায়ক হবে।

কারো প্রতি অমূলক অপবাদ দেয়া কোন আলেমের জন্য শোভা পায় না।

'মাজমাউল আনহুর' ২য় খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত–

ويستحب الثوب الابيض والاسود وقدروى انه عليه السلام لبس الجبة السوداء والعمامة السوداء يوم فتح مكة .

অর্থাৎ- সাদা এবং কালো পোশাক পরিধান করা মোস্তাহাব। কেননা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কালো জুব্বা এবং কালো পাগড়ি পরিধান করেছিলেন।

দুর্‌রুল মোখতার কিতাবে উল্লেখ করা হয়–

يستحب الابيض وكذا الاسود لانه شعاربنى العباس ودخل عليه الصلواة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء .

অর্থাৎ– সাদা কাপড় পরিধান করা মোস্তাহাব। অনুরূপ কালো কাপড় ব্যবহার করাও মোস্তাহাব। কেননা, তা আব্বাসীগণের বিশেষ পোশাক (প্রতীক) ছিল। তাছাড়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথার উপর কালো রঙের পাগড়ি শোভা পাচ্ছিল।

এখানে কালো পোশাক বনু আব্বাসের প্রতীক বলে তাদের উক্তির জবাব দেয়া হয়েছে যারা বলে বেড়ায় কালো পোশাক শিয়া মতবাদীদের চিহ্ন। বস্তুত তা মোটেই শিয়া সম্প্রদায়ের চিহ্ন নয় বরং আব্বাসীয়দের প্রতীক। এখন উত্তম পোশাক কি সে সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত পেশ করা হলো। এতদসত্তেও কালো টুপি ও কালো পোশাক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা ফাসাদকারীদেরই কাজ হবে।

উপরোক্ত মূলনীতির উদ্ধৃতির ভিত্তিতে আমার বক্তব্য হলো– কালো কিংবা সাদা রঙের টুপি, জামা, চাদর ইত্যাদি ব্যবহার করা উত্তম। তবে, আমার এ বক্তব্য দ্বারা অন্য রঙের পোশাক বা কাপড় ব্যবহার নাজায়েয বা অবৈধ হবার কারণ অবশ্যই নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো– উত্তম পোশাক কোনটা তা প্রমাণ করা। আমার এ লেখা থেকে একথা প্রমাণিত হলো যে- টুপি কালো কিংবা সাদা রঙের হওয়াই উত্তম। এ দুটি রঙই ফজিলতে সমান। যেমন একথা আমার এ বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।

দেখুন! যদি কোন জায়গায় কোন মৃত ব্যক্তি পাওয়া যায়, তবে সে ব্যক্তি মুসলমান না কাফের তাহা চিহ্নিত করার ব্যাপারে ফকীহগণ বলেছেন, যেমন ফত্ওয়া আলমগীরির মধ্যে বর্ণিত আছে যে,

علامة المسلمين الختان والخضاب ولبس السواد

অর্থাৎ- কোন জায়গায় যদি কোন মৃত ব্যক্তি পাওয়া যায় সে কাফের বা মুসলমান হওয়ার আলামত হল এই যে, যদি সে ব্যক্তিকে খতনা করা পাওয়া যায় বা দাড়ি ইত্যাদি খেজাব পাওয়া যায় অথবা গায়ে কালো জামা পরিহিত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে তার উপর নামাজে জানাযা ও কাফন-দাফন ইত্যাদি করা উচিত হবে। কেননা, খতনা ও খেজাব এবং কালো জামা পরিধান করা একমাত্র মুসলমান হওয়ার আলামত- অন্য কোন জাতি এসব করেনা। সুতরাং বুঝা গেল কালো জামা পরিধান করা খাঁটি মুসলমানের চিহ্ন।

তবে কথা হলো টুপির ব্যাপারে এই দলীল কেন? আমার কথা হল কালো টুপি হোক বা অন্য কোন জামা হোক মোটামুটি কালো রঙের উপরই আমার আলোচনা। যদি কালো রঙের জামা গায়ে দেয়া মোস্তাহাব বা মুসলমান হওয়ার চিহ্ন হয় উত্তমরূপে মাথায় কালো টুপি দেওয়া মোস্তাহাব হবে। এটা শিয়া সম্প্রদায়ের আলামত হতে পারেনা। যেমন- সাদা জামা গায়ে দেওয়া যে রকম, কালো টুপি মাথায় দেওয়া সে রকম।

কয়জন স্বনামধন্য ব্যক্তি
কালো টুপি ব্যবহারের বর্ণনা

একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন! শরীয়তের মাসআলার উপর হটকারিতা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হানাফী মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম আ'জম আবু হানিফা (রহ.) কালো টুপি পরিধান করতেন।

আসুন! আর একটা কথা বলি, আপনাদের মনোনীত আলেম মৌলানা মওদূদী সাহেব, যিনি সারা জীবন কালো রঙের রামপুরী টুপি মাথায় দিয়েছেন তা কারো অজানা নয়। তার মাথায় লম্বা চুল ও কালো টুপি শোভা পেত, যারা তাকে দেখেছেন তারা সবাই জানেন।

হযরতুলহাজ্ব আল্লামা গাজী শাহ্ ছৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহ.) যাঁর এলম ও তাকওয়া সম্পর্কে বিরুদ্ধাবাদীদেরও দ্বিমত ছিলনা, তিনিও আজীবন কালো টুপি পরিধান করেছেন। তিনি জীবনে কোনদিন কালো জুতা ও কালো মোজা ব্যবহার করেননি। এতেও আমরা কালো টুপির মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি।

মৌলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব ছাহেব, মুহ্তামিম দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসা তার এক বক্তৃতাকে এক ছোট্ট পুস্তিকা আকারে ছাপানো হয়েছে, তাতে তিনি বলেন- হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) যখন ভারতবর্ষ থেকে পবিত্র মক্কা শরীফ হিজরত করেন তখন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কালো বর্ণের জুতা পরিধানে বিরত ছিলেন বরং লাল, হলুদ অথবা অন্যান্য রঙের জুতা পরিধান করতেন। তিনি বলতেন যদিও কালো রঙের জুতা শরীয়ত মতে বৈধ কিন্তু বায়তুল্লাহ শরীফের গিলাফ কালো তাই এই কালো রঙের জুতা পায়ে পরিধান করি কেমন করে? এই গিলাফের আদব রক্ষার্থে কালো রঙের জুতা পরিধান করা ছেড়ে দিয়েছেন বরং মাথায় কালো রঙের পাগড়ি বাঁধতেন, কেননা মাথা হলো আদবের মকাম। কিন্তু কদম নয়। দেখুন! কালো বর্ণের কাপড়কে মাথা দিয়ে সম্মান করা হলো আদব।

আল্লাহ্পাক বলেন–

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. (سورة الحج)

জালি টুপি ব্যবহার কোন ধরণের সুন্নাত?

বন্ধুগণ! বর্তমান যুগে কালো বর্ণের পাগড়ি বাঁধাতো দূরের কথা সাধারণ পাগড়ি বাঁধার অবকাশও মোটেই নেই। বরং পাগড়ির পরিবর্তে ছিদ্র বা জালি টুপির ব্যবহারই সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ, এটা মাকরূহ, বেদআত হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মাথায় বাতাস লাগানোর জন্যেই এ ধরণের টুপি পরিধান করে থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এর ছের মোবারক বা মাথা মোবারকে লম্বা চুল মোবারক ছিলেন, তার উপর টুপি দিতেন এবং তার উপরে কয়েক প্যাঁচ দৈর্ঘ্য পাগড়ি বাঁধতেন যাতে ছের বা মাথা মোবারকে হাওয়া বাতাস প্রবেশের অবকাশ ছিলনা এবং সে সময় পাখা ও এসিও ছিলনা। আর আরব দেশের গরম সম্বন্ধে কেউ অবিদিত নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে পাখা আছে, এসিও আছে আর মাথার চুলও নাই, পাগড়িতো নাই-ই বরং উপরোল্লেখিত সুন্নাতগুলোর পরিবর্তে জালি টুপি মাথায় দেয়, এটা একটা আশ্চর্য সুন্নাত ও বেদাত নয় আর কি হতে পারে?

বন্ধুগণ! রামপুরী কালো টুপি পরিধানে টুপির কাজতো সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ই তৎসঙ্গে পাগড়ির কাজও আংশিক পূর্ণ হয়। কেননা, এ টুপিতে পাগড়িরও কিছুটা নমুনা নজরে আসে তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে দেখুন! এখানে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম।

আল্লাহ্পাক সবাইকে বুঝার শক্তি দান করুন। আমিন!

সমাপ্ত